ইত্তেফাক

026

তারিখ ... 27 JUL 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ ...

সমন্বিত কারিকুলামের সুপারিশ

মেডিক্যাল শিক্ষা এখনও চল্লিশ দশকের বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের শিকার

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (শুক্রবার) পিজি হাসপাতাল মিলনায়তনে বাংলাদেশ এডভান্সমেণ্ট অব মেডিক্যাল সাইন্স আয়োজিত চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারে বক্তাগণ চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলামকে দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিন্যস্ত করার আহ্বান জানাইয়াছেন। পিজি হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেঃ জেঃ এম, শামসুল হক বলেন, চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলাম এমন হওয়া উচিত যেন একজন চিকিৎসক যেকোন পরিস্থিতিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যথাযথভাবে স্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবিলা করিতে সমর্থ হয়। তিনি বলেন, চিকিৎসকদের পেশাগত অসততা, শিক্ষার ত্রুটি এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংকট দেশের সমস্যার মূল কারণ। পূর্তমন্ত্রী প্রফেসর এম, এ, মতিন চিকিৎসা শিক্ষায় সমন্বিত কারিকুলাম চালু করার সুপারিশ করিয়া বলেন, চল্লিশের দশকে দেশে বিষয়বস্তুভিত্তিক যে কারিকুলাম চালু হইয়াছিল, উহা এখনও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সমন্বিত কারিকুলাম চালু হইয়াছে; এনাটমি, ফিজিওলজীর মেডিসিন ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে শেখার পরিবর্তে সমন্বিতভাবে শিখিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে আত্মস্থ করা সহজ হয়। বিদ্যা লাভের পর একজন চিকিৎসককে যে ধরনের কাজ করিতে হইবে তাহার শিক্ষাও সেই ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্য সচিব এবিএম গোলাম মোস্তফা বলেন, একজন চিকিৎসকের শিক্ষার জন্য দেশবাসীর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সেই অনুপাতে দেশবাসী তাহাদের সেবা পায় না। চিকিৎসকদের গ্রামে কাজ করিতে রাজী করানো খুব কঠিন। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম, আর খান, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার এম, এ, মালিক, ডাঃ হারুন-উর-রশীদ প্রমুখ সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।